বাঘরাজার কানে গেলো খবরটা। তিনি ডেকে পাঠালেন দলটাকে। বাঘরাজা বললেন, ‘শুনলাম তোমরা নাকি সংসার করতে চাও না। কোনো পরিবার চাও না। নিজেদের কাজবাজও ছেড়েছো। এমন ঝামেলা পাকাচ্ছো কেন?’

তারা বললো, ‘রাজামশাই, পরিবার মানেই বোঝা। নানারকম দায়িত্ব। একদণ্ড নড়ার জো নেই। শুধু পরিবার নিয়ে থাকো! তাই আমরা ওসব পরিবার মানি না। কোনো নিয়ম-কানুনও চাই না!’

বাঘরাজা গেলেন রেগে, ‘সংসার করবে না, তো করবেটা কী? ছেলেপুলে আছে। মা-বাবা আছেন। তাদেরই-বা কী হবে? তাই বলছি কী, মন দিয়ে সংসারটা করো। পরিবারের সাথেই থাকো।’

পশুর দলটা রাজার কথায় সায় দিলো না। দলের বাঘটা বললো, 'না রাজামশাই, সংসার আর করব না। আমরা বরং বন ছেড়ে চলে যাবো। থাকবো নিজেদের মতো।'

দলের হাতিটাও সায় দিলো, 'হ্যাঁ বাপু, সংসার করতে হবে না যেখানে, আমরা সেখানেই যাবো।' বাকিরাও বললো, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা বন ছেড়ে চলে যাবো।'

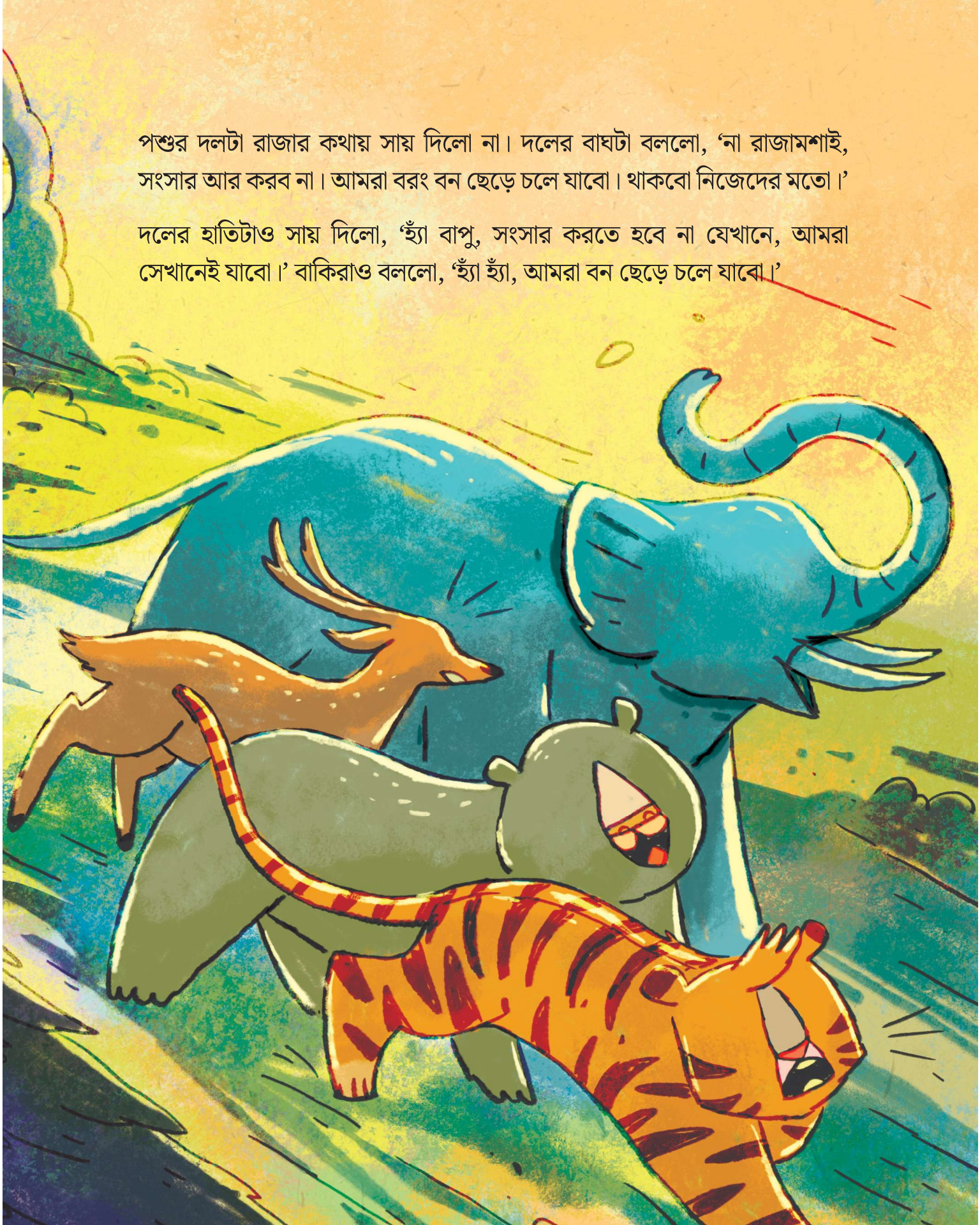

ঠিক তা-ই করলো তারা। মালপত্র বোঝাই করে রওনা দিলো দূরের দেশে। বাঘরাজা কত করে থাকতে বললো। কিন্তু নাহ, কাজ হলো না। শুনলো না তারা কারও কথা!

বনের পশুপাখিদের ভারি মন খারাপ হলো। কেউ বললো, ‘করলোটা কী বোকার দল! আমাদের ছেড়ে সত্যি সত্যি চলে গেলো!’ কেউ বললো, ‘অত চিন্তা কোরো না তো! কটা দিন যাক, দেখো ঠিক ফিরে আসবে।’ ওরা কিন্তু মোটেই ফিরলো না। তিতিরনের সবাই খুঁজলো কত। তবু তাদের দেখা পেলো না। একদিন! দুইদিন! এমনি করে কেটে গেলো অনেকগুলো মাস। অনেকগুলো বছর। ততদিনে তিতির বনের তরুণ পশুপাখিরাও বুড়ো হয়ে গেলো। তাদের ছেলেপুলেরও ছেলেপুলে হলো। নাতি-পুতি হলো। বন ভরে গেলো নতুন নতুন পশুপাখিতে।

বনে এখন নতুন রাজা। তারও বয়স হয়েছে। সবার মতো তারও একখানা নাতি আছে। নাম বাঘা। বাঘা তার বাঘদাদুকে খুবই ভালোবাসে। সময় পেলেই দাদুর কাছে গল্প শুনতে ছুটে আসে। তখন বাঘদাদু কী করেন? গল্প বলতে...বলতে...বলতে সেই একদল পশুর কথা বলেন। যারা ঘর-সংসার করবে না বলে চলে গিয়েছিলো দূরদেশে।

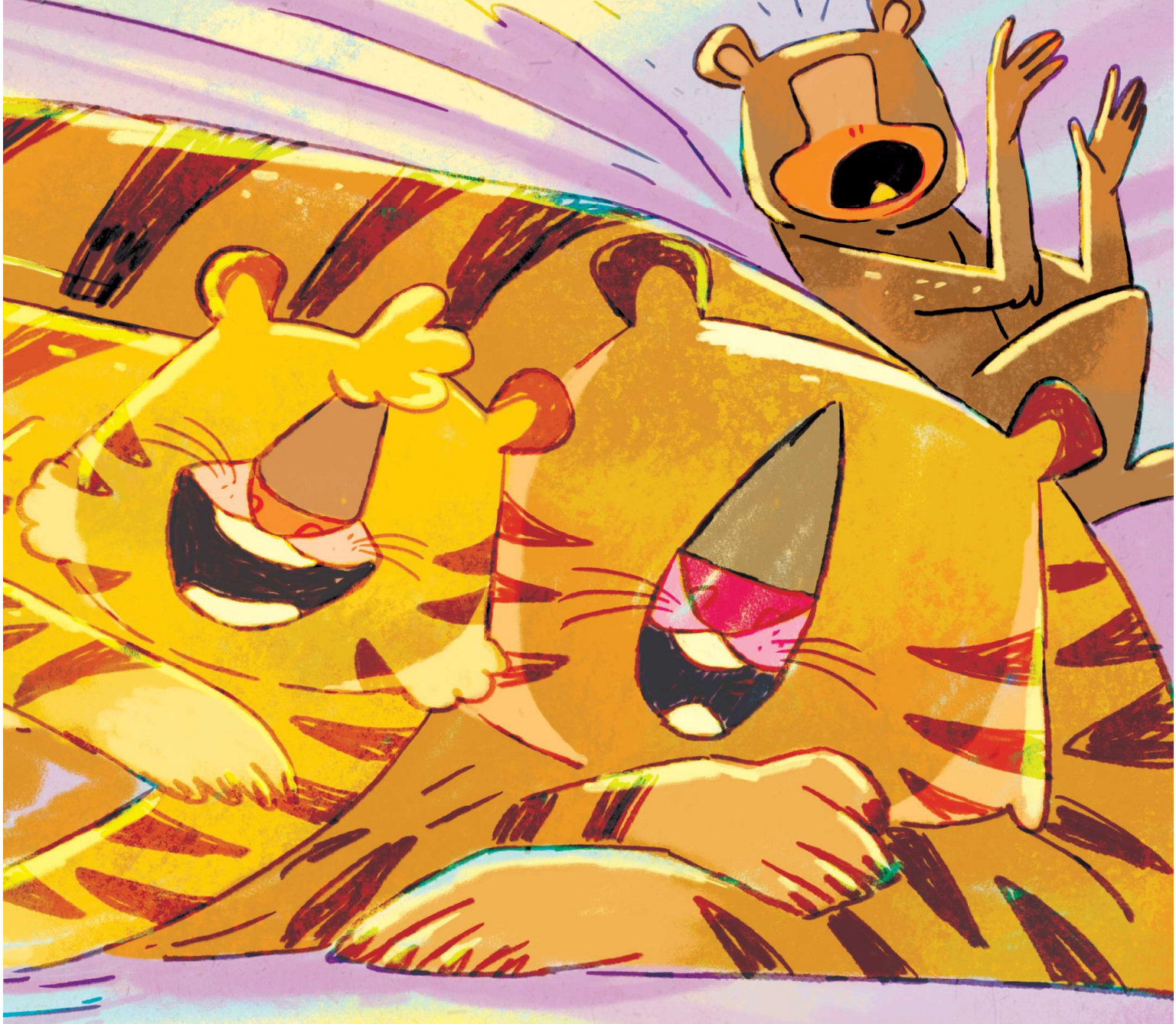

দাদুর কথা শুনে বাঘার ভারি আফসোস হয়। একদিন বানর-বন্ধু বান্টুকে বলে, ‘চলো না ভাই, দূরে কোথাও বেড়াতে যাই। বন থেকে নাকি বহু বছর আগে একদল পশু বের হয়ে গিয়েছিলো। তাদের দেখে আসি। তাহলে দাদুর মনে একটু শান্তি আসবে।’

বানর বলে, ‘ঠিক বলেছিস। আমার দাদুও শুধু তাদের কথা বলে। কিন্তু তাদের খুঁজে পাবো কী করে? বহু দূরের বনে নাকি চলে গিয়েছে তারা।’

বাঘা বললো, ‘আরে, অত ভাবো কেন? খুঁজতে খুঁজতে ঠিক পেয়ে যাবো! চলো, খরগোশছানা তিনতিন, ভালুকছানা গাম্বা আর হাতির ছানা ইমলিকেও ডাকি। পাঁচ জনে মিলে গেলে কোনো ভয় থাকবে না। যতদিন লাগে লাগুক, ঠিক খুঁজে বের করে ফেলবো, দেখো!’

অমনি বান্টু এ গাছের ডালে, ও গাছের ডালে ঝুলতে ঝুলতে ছুটলো। একটু পর সবাইকে নিয়ে হাজির হলো বাঘার সামনে। বাঘা আবারও তার প্রস্তাবটা শোনালো। শুনে এক কথায় রাজি হয়ে গেলো ওরা।

পরদিন সকাল বেলা। ঝোলায় কিছু খাবার নিয়ে রওনা হলো পাঁচ জন। বাঘের ছানা বাঘা। বানরছানা বান্টু। খরগোশছানা তিনতিন। ভালুকছানা গাম্বা আর হাতির ছানা ইমলি। যেন কোনো দেশ বিজয়ে চলেছে ওরা পাঁচ জন।